মোকাম বিজ্ঞ চাঁদপুর সদর বিচারিক আমলী আদালত, চাঁদপুর।

সি.আর- /২০২২ইং

সদর মডেল থানা

ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়: ২৬/০৭/২০২০ইং রোজ রবিবার অনুমান সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

ঘটনার স্থান: ফরক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজ আইসিটি অফিস কক্ষ।

ফরিয়াদীঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন (৪২), পিতা- মৃত ইউনুস ব্যপারী, সাং- চাপিলা, থানা ও জেলা- চাঁদপুর। মোবাইলঃ ০১৮৭৩-০৬৩১১৮

আসামীগণঃ

১) দীলিপ চন্দ্র দাস (৪৫), পিতা-মৃত সুখরঞ্জন দাস, সাং- মিশন রোড, ওয়ার্ড নং-১২, হোল্ডিং নং-৭১, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

২) সেলিম পাটওয়ারী (৫২), পিতা- মৃত আঃ রশিদ পাটওয়ারী, সাং- কুমুরুয়া, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

৩) মোঃ হান্নান মিজি (৫২), পিতা- নুরুল ইসলাম মিজি, সাং কুমুরুয়া, পোঃ ফরাক্কাবাদ, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

৪) ফেরদৌসি আক্তার (৪০), পিতা- আঃ ওয়াহেদ মিয়া, সাং- হামানকর্দ্দি, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।

৫) শান্তি রঞ্জন দে (৫০), পিতা- মৃত সাধন চন্দ্র দে, সাং- কুমুরুয়া, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

৬) দুলাল পাটওয়ারী (৩৫), পিতা- নূর আহাম্মদ, সাং- বালিয়া, ২নং ওয়ার্ড, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।

৭) রেজাউল করিম মিঠু (৫৫), পিতা- রফিকুল ইসলাম, সাং রহমতপুর কলোনি, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

৮) এ.বি.এম শাহালম টিপু (৫০), পিতা- অজিউল্যাহ মিয়া, সাং সাক্ষিদিয়, থানা ও জেলা-চাঁদপুর।

৯) হাফিজুর রহমান গাজী (৪৫), পিতা- খলিলুর রহমান, সাং- বালিয়া, ৩নং ওয়ার্ড, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

১০) হাবিবুর রহমান শেখ (৩৫), পিতা- মৃত ছবর আলী শেখ, সাং- সাপদি, থান ও জেলা- চাঁদপুর।

স্বাক্ষীঃ

১) মোঃ নাহিয়ান মিজি, পিতা- আঃ রাজ্জাক, সাং-গুলিশা,

২) মোঃ রুহুল আমিন হাওলাদার, পিতা- মৃত নূর আহাম্মদ হাওলাদার, সাং-গুলিশা,

৩) মোঃ নোমান মিজি, পিতা- মৃত জুলহাস মিজি, সাং- সেকদি, থানা-ফরিদগঞ্জ, জেলা-চাঁদপুর।

৪) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম মিয়াজি, পিতা- মৃত খলিলুর রহমান, সাং-কুমুরুয়া, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

৫) মোঃ হাসান খান, পিতা- আঃ রব, সাং সাপদী, থানা ও জেলা- চাঁদপুর।

দঃ বিঃ ১৪৩/৪০৬/৪২০/৩৮০/৪৬৭/৪৬৯/৪৭১/৪৭৫/৪৭৬/৪৭৭/৩৪ ধারা সহ প্রযোজ্য অন্যান্য ধারা।

অভিযোগ: বাদী একজন, সহজ, সরল, নিরীহ, আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল লোক হয়। পক্ষান্তরে আসামীরা পরষ্পর এক দলীয় দুষ্ট, দূর্দান্ত, প্রতারক, ধুরন্ধর এবং জাল জালিয়াতিকারী, অর্থলোভী সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক হয়। ফরিয়াদী ১৯৯৫ইং সনে ফরিদগঞ্জ থানাধীন হাঁসা ইসলামিয়া ডিগ্রি মাদ্রাসা হতে দাখিল দ্বিতীয় বিভাগ এবং ১৯৯৭ইং সনে একই মাদ্রাসা হতে দ্বিতীয় বিভাগে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়। পরবর্তীতে ফরিয়াদী ২০১০ সালে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ¯œাতক (সম্মান) জিপিএ ৩.৬০ পয়েন্ট পেয়ে উত্তীর্ন হয়। এরপর ২০১১ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ৩.৫৬ পয়েন্ট পেয়ে উত্তীর্ন হয়। পরে ২০১৪ সালে ঘঞজঈঅ জাতীয় ১১তম নিবন্ধন পরীক্ষায় ৫০% ফলাফলে উত্তীর্ণ হয়। যাহার রেজিষ্ট্রেশন নং ২০১৪১১০০৫৭৮৫, রোল নং ৪০৬০৪৭৩৮ ও সিরিয়াল নং ১০৪৬৪২৫০. ফরিয়াদী অনলাইনে ঘঞজঈঅ এর মাধ্যমে আবেদন করার পর ফরিয়াদী চাঁদপুর জেলার সদর থানাধীন ফরাক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে গত ১৮/১০/২০১৬ইং তারিখে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে ফরিয়াদী বিগত ২২/১০/২০১৬ইং তারিখে কলেজে নিয়মিত শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে এবং বেতন ভাতাদি ভোগ করতে থাকে। উক্ত কলেজে চাকরী করাকালীন বিগত ১৯/০৭/২০২০ইং তারিখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে মান হানিকর স্ট্যাটাস দেওয়ার অভিযোগে ফরিয়াদীকে সন্দেহজনক হিসেবে কর্মস্থল কলেজ হতে সদর থানা পুলিশের এস আই রেজাউল করিম গ্রেপ্তার করে ফরিয়াদীর রুমে থাকা আলামত হিসেবে ল্যাপটপ মোবাইল ও জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে উক্ত অপরাধ ফরিয়াদী করেছে মর্মে দেখিয়ে জনৈক হান্নান মিজি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, ফরাক্কাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় বাদী হয়ে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে উক্ত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে সদর থানার জি.আর মামলা নং ১৪৯/২০২০ইং, ২০১৮ইং সনের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫(১)/২৯(১)/৩১(১)/৩৫(১) ধারা রুজু হয়। যা ঝও আওলাদ হোসেন রিকদার তদন্ত করে। পরবর্তীতে উক্ত মামলায় গ্রেফতার করার পর গত ২১/০৭/২০২০ইং তারিখে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করে। উক্ত মামলায় ফরিয়াদী নির্দোষ হয়েও দীর্ঘ ১ মাস ২৩ দিন জেল হাজতে মানবেতর জীবন যাপন করে। ফরিয়াদী জেল হাজতে থাকাকালীন জানতে পারে ফরিয়াদীকে তাহার কর্মস্থল হইতে বিগত ০৮/০৯/২০২০ইং তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। পরবর্তীতে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্তকারী অফিসার তার তদন্তকালে অজ্ঞাতনামা “অণঊঝঐঅ কঐঅঘউঅকঅজ” নামীয় ফেসবুক একাউন্ট থেকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানহানিকর স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছে মর্মে পায়। কিন্তু ফরিয়াদীর নিজ নামীয় “গউ ঔঅঐঅঘএওজ ঐঙঝঝঅওঘ” নামীয় একাউন্টে কারো বিরুদ্ধে কোন তথ্য কিংবা কোন পোষ্ট পায়নি। “অণঊঝঐঅ কঐঅঘউঅকঅজ” নামীয় ভূয়া আইডিটি উক্ত আসামীরা ফরিয়াদীকে ফাসানোর উদ্দেশ্যে সৃজন করেন। “অণঊঝঐঅ কঐঅঘউঅকঅজ” নামে আমার কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব নাই। অতঃপরও তদন্তকারী অফিসার এস.আই আওলাদ হোসেন রিকদার ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন যা চট্রগ্রাম বিভাগীয় ট্রাইবুনালে বিচারাধীন আছে। পরবর্তীতে ফরিয়াদী জামিনে থাকাবস্থায় ফরাক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজের গভর্নিং বোর্ডের সদস্য সেলিম পাটওয়ারী বাদী হয়ে ফরাক্কাবাদ ডিগ্রি কলেজে ফরিয়াদী নিয়োগের সময় জাল সনদপত্র দাখিল করিয়াছে নিয়োগ লাভসহ বেআইনীভাবে প্রতারনা করিয়া বেতন-ভাতাদি ভোগ করিয়াছি বলে আমার বিরুদ্ধে বিজ্ঞ হুজুরাদালতে ফরিয়াদী ও কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্বে সি.আর ৪১২/২০২১ইং এবং সি.আর ৪১৩/২০২১ইং মামলা দায়ের করে। ফরিয়াাদী গ্রেফতারের পর ফরিয়াদীকে হয়রানি কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কলেজের একটা পক্ষ আমার অবর্তমানে কলেজে নিয়োগের সময় দাখিলকৃত ফরিয়াদীর মূল সনদপত্রের পরিবর্তে জাল সনদ তৈরি করে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে নানান ষড়যন্ত্র করে। প্রকৃতপক্ষে ফরিয়াদীর মূল সনদপত্র সঠিক হওয়া সত্তে¡ও কেন ফরিয়াদী জাল সনদ ব্যবহার করে চাকুরীর নিয়োগ লাভে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। কেননা “ঘঞজঈঅ” নিবন্ধন সনদপত্র প্রদান করার পূর্বে সকল আবেদনকারীর শিক্ষাগত সনদ যাচাই করে থাকেন। ফরিয়াদী গ্রেফতারের পূর্বে কোনদিন ও ফরিয়াদীর সনদপত্র নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেনি। ঘটনার দিন, তারিখ ও সময়ে ফরিয়াদী রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকার হয়ে ফরিয়াদীর কলেজে না থাকার দরুন ফরিয়াদীকে বেকায়দায় ফেলে কীভাবে কলেজ থেকে ফরিয়াদীকে দূর করা যায় তারই ষড়যন্ত্র উল্লেখিত সকল বিবাদীরা ফরিয়াদীর অবর্তমানে কলেজে দাখিলকৃত মূল সকল সনদপত্র গোপনে সরিয়ে ফেলে তার জায়গায় ভূয়া বা মিথ্যা কাগজপত্র ফরিয়াদীর নামে তৈরি করে অফিস ফাইলে রেখে দেয়। ফরিয়াদীর নিকট থাকা মূল সনদপত্রের মূল কপি অত্র সংঙ্গে দাখিল করা হলো। ফরিয়াদীকে অস্থায়ীভাবে বরখাস্তের কারনে ফরিয়াদীর বেতন ও খোরপোষ বন্ধ করে দেয়া হয়। ফরিয়াদী তাহার খোরপোষ দেওয়ার জন্য ফরিয়াদী মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং ১০১৩৮/২০২০ইং দাখিল করিলে মহামান্য হাইকোর্ট ফরিয়াদীকে খোরপোষ ভাতা দেয়ার আদেশ প্রদান করা সত্তে¡ও কলেজ কর্তৃপক্ষ ফরিয়াদীকে তা থেকে বঞ্চিত করে। ফরিয়াদী বর্তমানে মানবেতর জীবন-যাপন করিতেছে। ফরিয়াদীর সহিত মূল সনদপত্র গোপনে সরিয়ে জাল সনদপত্র তৈরি করে ফরিয়াদীর সরলতার সুযোগ নিয়া ফরিয়াদীর সহিত প্রতারণা করিয়া ফরিয়াদীর মূল সনদপত্র সরিয়ে জাল সনদপত্র ব্যবহার করিয়া বিবাদীরা অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে । স¦াক্ষীগণ সমস্ত ঘটনা জানেন এবং শুনেন। তাহারা স্বাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে ঘটনা প্রমাণ করিবেন।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা বিজ্ঞ আদালত দয়া প্রকাশে উপরোক্ত অবস্থা ও কারণাধীনে ন্যায় বিচারের স্বার্থে ফরিয়াদীর অত্র নালিশী দরখাস্ত আমলে নিয়া আসামীদেরকে ধৃত করে এনে শাস্তির বিহীত ব্যবস্থা করিতে মহোদয়ের সদয় মর্জি হয়। ইতি তাং- ১৫/০৯/২০২২ইং